দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

109

তারিখ 14 JUN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

নিজ বেতনে উচ্চপদে নিয়োগ

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশক্রমে সরকারী কলেজের বেশ কিছু সংখ্যক সহকারী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপককে নিজ বেতনে যথাক্রমে সহযোগী অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এই নিয়োগে একদিকে যেমন চাকরীর সিনিয়রিটি লঙ্ঘিত হয়েছে অন্যদিকে অনেককে অযথা অসুবিধাজনক স্থানে বদলী করা হয়েছে। যেখানে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে চকরীরত সেক্ষেত্রেও বদলীর ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। বলে মনে হয়। এক কলেজে চাকরিরত শিক্ষককে সে কলেজে শূন্য পদ পড়ে থাকা উচচ পদে নিয়োগ না করে অন্যত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এভাবে উক্ত কলেজের শূন্য পদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাচেছ। এতে শিক্ষার্থীরা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পক্ষান্তরে অন্যত্র উচচ পদে বদলীকৃত শিক্ষকগণও তাদের স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত সন্তান-সন্ততি নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। জেলা পর্যায়ের কলেজগুলিতে এধরনের বদলী ব্যাপক ভিত্তিতে করা হয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে ঢাকায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (ঢাকা বোর্ড, নিয়েরার, টেকস্টবুক বোর্ড শিক্ষা অধিদফতর সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কলেজগুলোতে) কর্মরত বহু সিনিয়র কর্মকর্তা দীর্ঘদিন থেকে ঢাকায় চাকুরীরত থাকলেও এ ধরনের অসুবিধাজনক স্থানে ব্যাপকভাবে অধ্যক্ষ পদে বা সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উল্লিখিতভাবে নিয়োগ অনেকের মনে হতাশার সৃষ্টি করেছে। নিজ

(৩-এর কঃ দ্রঃ)

(৩-এর কঃ পর)

বেতনে উচচপদে নিয়োগই হোক অথবা পদোন্নতিই হোক এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই চাকুরীতে সিনিয়রিটি এবং স্বাভাবিক নিয়মনীতি মেনে চলা বাঞ্ছনীয়।

এ ব্যাপারে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপরোক্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধান কামনা করছি।

—জনৈক নাগরিক।

পরীক্ষায় বেশী নম্বর পেয়েও চাকরী জুটল না

৯-৫-৮৫ ইং তারিখে সরকারী বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগের জন্য মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরে এক মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০৯ জন প্রার্থীকে চাকরির জন্য মনোনীত করা হয়—যার মধ্যে ১৩৮ জন মহিলা।

এই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মিসেস মাহফুজা বেগম বিভিন্ন যোগ্যতার মাপকাঠিতে অধিক নম্বর পেয়েও এক রহস্যজনক কারণে নিয়োগপত্র পাননি। তার পরিবর্তে তার চেয়ে কম নম্বর অর্জন করে একই জেলার অন্য এক ভাগ্যবতী মহিলা নিয়োগপত্র লাভে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারে মিসেস মাহফুজা বেগম মহাপরিচালকের কাছে প্রতিকার চেয়ে বিফল হয়ে অবশেষে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর শরণাপন্ন হন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষামন্ত্রীমহোদয় মহাপরিচালকের দফতর থেকে উক্ত মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের মূল মার্কসীটসহ সংশ্লিষ্ট নথি তলব করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৮৮-এর মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময় পত্র, তাগিদ পত্র প্রদান সত্ত্বেও মহাপরিচালকের দফতর থেকে আজ পর্যন্ত উক্ত পরীক্ষার মূল মার্কসীটসহ নথি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করায় রহস্য আরো ঘনীভূত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের বার বার তাগিদ পত্র প্রদানের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালকের স্বাক্ষরিত একখানা চিঠির মাধ্যমে উল্লিখিত মিসেস মাহফুজা বেগম পরীক্ষায় অন্য প্রার্থিনীর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে বলে স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মূল মার্কসিটসহ নথি/কাগজপত্র শিক্ষা অধিদফতর থেকে মন্ত্রণালয়ে এখন পর্যন্ত না পাঠানোর কারণে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হচ্ছে বলে জানা যায়। অপর দিকে ব্যাপক জনশ্রুতি রয়েছে, বরগুনা জেলার কম নম্বর পাওয়া উক্ত মহিলা প্রার্থী বিশেষ ব্যবস্থায় নিয়োগপত্র লাভে সক্ষম হয়েছে।

বস্তুত লিখিত পরীক্ষা ছাড়া কেবল মাত্র মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগই এই অবৈধ সুযোগের দ্বার খুলে দিয়েছে। সে যাই হোক মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত মূল মার্কসিট মন্ত্রণালয়ে কেন পাঠানো হচ্ছে না এ সম্পর্কে এবং সমগ্র ব্যাপারটি সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করে এ ব্যাপারে ন্যায় বিচার করা হবে এটাই কাম্য।

মোঃ হ রশীদ।
৫ বঙ্গবন্ধু সড়ক
বরগুনা।

বাতিলকৃত পরীক্ষা বলবৎ রাখা হোক

গত ১৯৮৮ ইং সনে অনুষ্ঠিত বিএ (পাস) ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষায় আমরা অংশগ্রহণ করি। বন্যাউত্তর সময়ে অনুষ্ঠিত এ পরীক্ষায় আমাদের অভিভাবকগণ বহু কষ্টে আমাদের অবতীর্ণ করান। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের পরীক্ষা বাতিল করে দেন। অপরাধ অবাধ নকল। তাহলে আমরা সবাই কি এই অবাধ নকলের অপরাধে আসামী হলাম? পরীক্ষা যারা নিলেন এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ তারা কেউ কি এর দায়ভাগী নয়? নকলের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব পরীক্ষকদের কড়াকড়ি ভাবে খাতা দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তাতেও আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু তার পরও আমাদের পরীক্ষা এমন পাইকারী হারে বাতিল হবে কেন? আমাদের বাতিলকৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের সবাই কি অবাধ

(৬-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

নকলের অপরাধে অপরাধী ছিলাম? আমাদের একবার পরীক্ষা দেওয়াতে গিয়েই আমাদের অনেকের অভিভাবকই সর্বস্বান্ত। পুনরায় পরীক্ষা দেওয়া আমার মতো অনেক পরীক্ষার্থীর পক্ষেই সম্ভব হবে না। তাহলে আমাদের পক্ষে কি সম্ভব হবে না বিএ পাস করা? আমাদের অনেকের চাকরির বয়সসীমাও শেষ, শেষ সম্বল সন্তানকে পরীক্ষা দেওয়ালেন সেই অভিভাবক কি দেখতে পাবেন না তার সন্তান বিএ পাস করছে? এবং তাঁকে সাহায্য করার মতো একটি চাকরি করছে? যদি আমরা অপরাধী হয়েই থাকি তাহলে আমাদের এবারের মতো মাফ করে দিয়ে পরীক্ষা বলবৎ রেখে যথারীতি খাতা দেখে আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা মুক্ত করা হোক—এটাই সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের প্রার্থনা

বিনীত নিবেদক
বাতিলকৃত পরীক্ষা কেন্দ্রের
পরীক্ষার্থীরা